দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR. 20 1999 ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

402

# বিশ্ববিদ্যালয় হলের রুমগুলো উদ্ধার করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর উপর কর্তৃত্ব কার? কর্তৃত্ব থাকার কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি আবাসিক হলের ১৫০টি কক্ষের 'মালিক' হচ্ছে ছাত্র নেতারা। শুধু এসব কক্ষই নয়, বস্তুত সবগুলো হলের প্রায় সবগুলো কক্ষই আসলে 'ছাত্র নেতাদের' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে। খাতায় কলমে হলের রুম বরাদ্দের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের; কিন্তু রুম বরাদ্দ দেয়ার আগে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয় সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে 'তুমি কি এই সিটে উঠতে পারবে?'

তথাকথিত এই ছাত্র নেতাদের কর্তৃত্বে রয়েছে যে রুমগুলো সেগুলো ছয় সাত বছর ধরেই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেই। সেগুলোর বরাদ্দ দেয় তথাকথিত ছাত্র নেতারাই। রুমগুলোতে ছাত্র সংগঠনের কর্মী, ক্যাডার, বহিরাগত সন্ত্রাসী এবং তাদের রাজনৈতিক অনুগতরা থাকতে পারে। ওই রুমগুলোতে আগে ছাত্রদলের 'ছেলেরা' থাকতো, এখন সেখানে ছাত্রলীগের 'ছেলেরা' থাকছে। আঞ্চলিকতা ও গ্রুপ ভিত্তিতে অন্য রুমগুলোর দিকেও নজর দেয় ছাত্র নেতারা। তারপর তাদের ইচ্ছেমতো রুম 'অ্যালট' দিয়ে থাকে।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে রুম বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। এখন কিছু রুমের বেলায় এই কর্তৃত্ব এবং বৈধ প্রক্রিয়া একেবারেই নেই আর বাকিগুলো ছাত্র নেতাদের অনুমোদন সাপেক্ষ হয়ে আছে।

ছাত্র নেতাদের এই কাজটি ইউনিয়নবাজ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চেয়ে কোন্ অংশে ভাল সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। এই যদি ছাত্রনেতাদের রাজনীতি হয় তবে এই ছাত্র রাজনীতির কি আমাদের প্রয়োজন রয়েছে?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ন্যূনতম দরদ থাকে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্মানজনকভাবে বাঁচানোর তাগিদ থাকে তবে তাদের কাছে অনুরোধ, হলের রুমগুলোকে তথাকথিত ছাত্র নেতাদের দখল থেকে উদ্ধার করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করুন, বৈধ উপায়ে বৈধ ছাত্রদের হলের রুম বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা জানি কাজটা সহজ নয়। সহজ নয় বলে করা যাবে না তাও আমরা মনে করি না। উপাচার্য ডঃ আজাদ চৌধুরী সন্ত্রাস ও খুনোখুনি অনেকটা কমিয়ে এনেছেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি উদ্যোগ নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। সরকার ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি কতটা আন্তরিক তাও বোঝা যাবে সরকারের সাহায্য করার সক্রিয়তা থেকে। হলের রুম উদ্ধারের মধ্যে দিয়েই শুরু হোক ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার সূচনা।